যুগান্তর

NOV. 24 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ .....

দৃশ্যপট ১৩ নভেম্বর : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল ও জহুরুল হক হল দখলের লড়াই। অস্ত্র হাতে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের ক্যাডাররা : (বাঁ থেকে) ছাত্রলীগ ক্যাডার লিটন, এমদাদ ও বাবু; ছাত্রদল ক্যাডার ফরহাদ; মুহসীন হলের ছাদে ছাত্রদল ক্যাডার ফয়সাল ও সুমন; বেনজীর টিটু, লাঠি হাতে বহিরাগত দুজন, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মামুন (ব্লেজার পরা), মুন্না ও আশরাফ বাবু -যুগান্তর

ওদের এখনও ধরা হয়নি

যুগান্তর রিপোর্ট

দশ দিনেও গ্রেফতার করা হয়নি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হল দখলকারী সন্ত্রাসীদের। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনও অস্ত্রধারীদের চিহ্নিত করতে পারেনি। পুলিশ প্রশাসন তাদের চিহ্নিত করতে পেরেছে বলে দাবি করলেও এখন পর্যন্ত একজনকেও গ্রেফতার করতে পারেনি। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সবাই চেনেন অস্ত্র হাতে কাদের ছবি ছাপা হয়েছে পত্রিকায়। গত ১৩ নভেম্বর জগন্নাথ হল ও জহুরুল হক হল দখলের লড়াইয়ে প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে ওরা গুলি ছুড়েছিল। তাদের চিহ্নিত করতে কর্তৃপক্ষীয় তদন্ত কমিটি আরও এক সপ্তাহ সময় নিয়েছে। বাস্তবতা হচ্ছে, ক্যামেরাবন্দি অস্ত্রধারীরা ক্যাম্পাসেই দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রশাসন ও পুলিশের নাকের ডগায়। উপাচার্যের অফিস থেকে শুরু করে তদন্ত কমিটির প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের অফিস, মধুর ক্যান্টিন, ডাকসু ভবন, লাইব্রেরি চত্বর, হাকিম চত্বর, টিএসসি সর্বত্র তাদের পদচারণা। অবশ্য তাদের কেউ কেউ গ্রেফতার এড়াতে দলের প্রভাবশালী কোন কোন নেতার বাড়িতে বা ক্যাম্পাসের বাইরে রাত কাটায়। অস্ত্রধারীরা সারাক্ষণ ক্যাম্পাসে অথচ তাদের নাকি ধরা যাচ্ছে না- ক্যাম্পাসে এখন এটাই মুখে মুখে আলোচনার বিষয়। এ কারণে সন্ত্রাস দমনে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রশাসনের আন্তরিকতা ও পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে পুলিশ সূত্র বলছে, ওদের : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৮

ওদের : ধরা হয়নি

(১ম পৃষ্ঠার পর) অস্ত্র হাতে যে সন্ত্রাসীদের ছবি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে তাদের গ্রেফতারের সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ তারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পায়নি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অস্ত্রধারীদের চিহ্নিত করতে পারলেও কেবল তাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েই ক্ষান্ত হবে। গ্রেফতারের ব্যাপারে পুলিশকে অনুরোধ করা ছাড়া তাদের আর কিছুই করার থাকবে না। ১০ দিনেও গ্রেফতার না হওয়ায় সেই অস্ত্রধারীরাও এখন বেপরোয়া। অথচ হল দখল ও অস্ত্রবাজির ওই ঘটনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম ইতিমধ্যে স্থগিত করা হলেও প্রকৃত অস্ত্রধারীদের ধরা হয়নি। অবশ্য সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারে আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার কথা বলছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী। তিনি যুগান্তরকে বলেছেন, তদন্ত কমিটি পত্রিকায় প্রকাশিত ছবি দেখে অস্ত্রধারীদের চিহ্নিত করার কাজে আরও ক'দিন সময় চাওয়ায় তাদের সময় দেয়া হয়েছে। তদন্ত কমিটির প্রধান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক নজরুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, কমিটি রিপোর্ট তৈরি করার পর্যায়ে পৌঁছেছে। সন্ত্রাসীদের বিস্তারিত পরিচয় জানা ও তা নিশ্চিত হতে আরও ক'দিন সময় লাগবে।

গত ১৩ নভেম্বর সকালে প্রথমে জগন্নাথ হল ও দুপুরের পর জহুরুল হক হল দখল, পুনঃদখল নিয়ে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের বন্দুকযুদ্ধের ছবি পরদিন বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৩ নভেম্বর ভোরে ছাত্রলীগ প্রথমে জগন্নাথ হল দখল করে। পরে ছাত্রদল ক্যাডাররা পাল্টা হামলা চালিয়ে হলটি পুনঃদখল করে। দুপুরের পর ছাত্রদল জহুরুল হক হল দখল করতে গেলে ছাত্রলীগ ক্যাডারদের সঙ্গে তাদের বন্দুকযুদ্ধ হয়। পরদিনই বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য তার দায়িত্ব গ্রহণের দ্বিতীয় দিনে সাংবাদিকদের জোর দিয়ে বলেছিলেন, পত্রিকায় যাদের ছবি ছাপা হয়েছে তাদের সবাইকে গ্রেফতার করা হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরীও একইরকম ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হল দখলের ঘটনায় জড়িত সন্ত্রাসীদের অবশ্যই গ্রেফতার করা হবে। কিন্তু এই ঘোষণা বাস্তবে পরিণত হয়নি। সন্ত্রাসীদের কেউ কেউ প্রতিদিন ক্যাম্পাসে মহড়া দিয়ে চলেছে আগের মতোই, মোটর সাইকেল নিয়ে কেউ কেউ ছুটছে ক্যাম্পাস আর হলে হলে। ক্যাম্পাসে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের অনেকে বলছে, সরকারি ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলের ক্যাডাররাও তো নয়, এমনকি ছাত্রলীগের যে তিনজন ক্যাডারের ছবি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে তাদেরও পুলিশ ধরতে পারেনি।

সংবাদপত্রে ১৩ নভেম্বরের হল দখল-পাল্টাদখলের ঘটনায় অস্ত্রধারীদের চারটি ছবি ছাপা হয়েছে। ওই ছবিগুলো দেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটি অপরাধীদের চিহ্নিত করছে। কিন্তু পুলিশ বলছে, তারা তাদের প্রাথমিক তদন্তেই অস্ত্রধারীদের চিহ্নিত করতে পেরেছে। ক্যাম্পাসে সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীরাও তাদের চিহ্নিত করেছে সহজেই। একটি ছবিতে ছয়জনের একটি সন্ত্রাসী দলকে দেখা যায়। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন। ব্লেজার পরিহিত মামুনের ছবিটি তোলা হয়েছে জগন্নাথ হল থেকে। গত ৮ বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একজন পেশাদার সন্ত্রাসী হিসাবে মামুন পরিচিত। ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে গোলাগুলি-প্রাণহানির ঘটনাসহ ছিনতাই, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, মাদক ব্যবসাসহ নানা অপরাধের সঙ্গে সে জড়িত। এসব কারণে ছাত্রদল থেকে সে একাধিকবার বহিষ্কৃত হয়েছে। প্রচণ্ড নেশাখোর হিসাবে ক্যাম্পাসে পরিচিত মামুন ছাত্রদলের কমিটি গঠনের সময় গ্রুপিংয়ের কারণে প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং পরে কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদকের পদও পেয়ে যায়। সাংবাদিকদের ওপর হামলার কারণে বিগত বিএনপি সরকারের আমলেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে শো-কজ করেছিলেন। এবার বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর মামুন হল দখলের মাধ্যমে ক্যাম্পাস ও আশপাশের এলাকায় নতুন করে চাঁদাবাজিতে মেতে ওঠে। মামুন সূর্যসেন হলে রাজধানী ও নারায়ণগঞ্জের পেশাদার খুনি ও ছিনতাইকারীদের নিরাপদ রাজ্য গড়ে তুলেছে। পুলিশ তাকে ধরতে না পারলেও প্রতিদিন তাকে ক্যাম্পাসে, মধুর ক্যান্টিনে এমনকি উপাচার্য ও প্রক্টরের অফিসে দেখা যায়। যেদিন পত্রিকায় তার ছবি ছাপা হয়েছিল সেদিন দুপুরেও মামুন উপাচার্যের অফিসে গিয়েছিল তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাতে। পরে প্রক্টরের উপস্থিতিতে সে ছাত্রদলের অন্যান্য নেতা এবং উপাচার্যের সঙ্গে ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করেছে। ওই ছবিতে মামুনের বাঁ পাশে লাল শার্ট পরিহিত যে তরুণকে অস্ত্র হাতে দেখা যাচ্ছে তার নাম সাহাবুদ্দীন মুন্না। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র এবং মামুন গ্রুপের ক্যাডার হিসাবে সূর্যসেন হলে থাকে। একই ছবিতে মামুনের পেছনে রয়েছে আরেক সন্ত্রাসী আশরাফ বাবু। সে মুহসীন হল দখল অভিযানেও অংশ নিয়েছিল। ক্যাম্পাসে তার পরিচিতি ছাত্রীদের উত্ত্যক্তকারী বখাটে তরুণ হিসাবে। মামুনের ডান পাশে যে দুই যুবককে লাঠি হাতে দেখা যাচ্ছে তাদের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে তারা মামুন বাহিনীর বহিরাগত ক্যাডার। ছবিতে একেবারে সামনে যাকে দেখা যাচ্ছে সেও বিশ্ববিদ্যালয়ের চিহ্নিত সন্ত্রাসী। তার নাম বেনজীর আহমদ টিটু। সে ছাত্রদলের স্থগিত কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা। গত ৫ বছর সে ক্যাম্পাসে না থাকলেও এবার বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর সে মুজিব হল দখল করে সন্ত্রাসীদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। এর আগে '৯৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের কমিটি গঠন ও হল নিয়ন্ত্রণ নিয়ে উত্তেজনা চলাকালে টিটু ছাত্রদলেরই প্রতিদ্বন্দ্বী একটি গ্রুপের মিছিলে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলিবর্ষণ করে সমালোচিত হয়েছিল। সেবার তার গুলিতে জসীমউদ্দীন হলের মোড়ে একটি গরু গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিল। ছাত্রদলের সাবেক নেতাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের দায়ে তাকে ছাত্রদল থেকেও বহিষ্কার করা হয়েছিল। টোকাই সাগরের সহযোগী হিসাবে সে গ্রেফতারও হয়েছিল। '৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রলীগের ক্যাডার পিচ্চি শামীমের হাতে সূর্যসেন হল তুলে দেয়ার জন্যও তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। সে এখনও মুজিব হলেই অবস্থান করছে।

আরেকটি ছবিতে ছাত্রদলের একজন ক্যাডারকে পিস্তল হাতে উদ্যত ভঙ্গিতে দেখা যাচ্ছে। ক্যাম্পাসে পরিচিত ওই তরুণের নাম ফরহাদ। সে ছাত্রদলের স্থগিত কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক ছিল। এখনও সে নিয়মিত ক্যাম্পাসে মোটর সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আরেকটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে ছাত্রলীগের তিন ক্যাডারকে। জহুরুল হক হল থেকে তোলা ওই ছবিতে গুলি ছুড়তে দেখা যাচ্ছে হলটির এতদিনের নিয়ন্ত্রক ছাত্রলীগ ক্যাডার মাইনুদ্দীন আহমদ বাবুকে। ক্যাপ পরিহিত বাবুর সঙ্গে গুলি ছুড়ছে ছাত্রলীগ ক্যাডার এমদাদ ও লিটন। বাবু হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি। সন্ত্রাসের কারণে আওয়ামী লীগ আমলেই তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। পিচ্চি শামীমের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধ ও শামীমকে কুপিয়ে আহত করার দায়ে ছাত্রলীগও তখন তাকে বহিষ্কার করেছিল। পরে আওয়ামী লীগের ক্ষমতার শেষদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে। ছাত্রলীগও তাকে ফের আগের পদ ফিরিয়ে দেয়। ভীষণ নেশাখোর বাবুর পৃষ্ঠপোষকতায় টোকাই মিজান, লালবাগের এতিম রাশেদ (নিহত) জহুরুল হক হলে ফেনসিডিলের জমজমাট ব্যবসা চালিয়েছে দীর্ঘদিন। অপর অস্ত্রধারী লিটন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। সে জহুরুল হক হলের